বয়সঃ আনুমানিক ৪০ বছর।

শিক্ষ্যাগত যোগ্যতাঃ ৪ পাশ।

পেসাঃ কৃষি কাজ।

প্রঃ আপনাদের বাড়িতে এক হাড়িতে খায় কয়জন ?

উঃ এক হাড়িতে খায়, আমার একটা ছেলে, মেয়েটা তো বিয়া হইয়া গেসাগা ওইগুলা তো ধরা যাইব না, আমার একটা ছেলে, ছেলের বউ আমার একটা নাতি, আমার স্বামি আর আমার মেয়ে ঘরের ছেলে আমাগর লগেই থাকে।

প্রঃ এখন আপনাদের বাড়িতে এক পাকে যে কয়জন খান তার মধ্যে ইনকাম করে কে কে ?

উঃ ইনকাম করে শুধু ওই বাবুর আব্বা সোহেল।

প্রঃ আর আপনার স্বামি ?

উঃ আমার স্বামি মনে করেন সংসার এর কাজ করে , কৃষি কাজ করে।

প্রঃ কৃষি কাজ থেকে ইনকাম আসে না ?

উঃ আসে আসব না ক্যা !! ।

প্রঃ এই ধরেন সোহেল ভাই কত টাকার মত ইনকাম করে জানেন ?

উঃ আনুমানিক মনে করেন প্রায় ২০-৩০ হাজার টাকা।

প্রঃ এইযে কৃষি কাজ যে করেন ধান লাগান না কি লাগান ?

উঃ ধান লাগাই, সরিষা লাগাই , এমন ধান লাগাই।

প্রঃ তাতে ধরেন কৃষি কাজ থেকে যদি বছরে ইনকাম ধরি আনুমানিক কত আসে ?

উঃ আনুমানিক মনে করেন ২০-৩০ হাজার টাকা খালি আমগর কামলারি খরচ , খরচা বাদ দিয়া ইনকাম কওয়া লাগবো ? তাইলে মনে করেন ১লক্ষ টাকার ধান বিক্রি করলাম তাতে ৫০ হাজার টাকার মত খরচা যায়গা বুজছেন আর ৫০ হাজার টাকা থাকে।

প্রঃ এরকম বছরে কয় বার ইয়ে করেন ? মানে একবার ধান বিক্রি করলেন পরে আবার ?

উঃ আবার মনে করেন সরিষা বিক্রি করমু আমি, ধরেন যে ৩০ হাজার টাকার সরিষা বিক্রি করলাম মনে করেন এখন আমার খরচা বেশি দিন এ কামলা যায় ধান ভাংগাইতে যায়, তার মধ্যে আমার ২৫-৩০ হাজার টাকা আমার কামলা খরচই যায়গা ওইটাতে আর লাভ থাকে না।

প্রঃ এইযে আপনার বাড়িতে হাস-মুরগী গরু ছাগল কত দিন ধরে পালেন ?

উঃ বিয়ে হইসে পরে থিকেই ভাই।

প্রঃ কত বছর হবে ?

উঃ মনে করেন ৩০-৩৫ বছর , আনুমানিক থিকে বলতেছি বিয়ের পরের থেকে গাভি দেকছি , হাঁস মুরগী দেকছি।

প্রঃ আপনার বিয়ে কি ৩০ বৎসর হইসে ?

উঃ ৩০ বৎসর তো আরও আগেই হইছে।

প্রঃ তাহলে তো আপনার বয়স তো আরেকটু বেশি হবে ।

উঃ আমি বললামই তো আনুমানিক করে বলছি।

প্রঃ আচছা আচ্ছা , তাহলে ধরেন ৩০ বৎসর ধরে হাঁস মুরগী, গরু ছাগল সবই পালেন ?

উঃ সবই পালি।

প্রঃ এখন আপনার মুরগী আছে কয়টা ?

উঃ মুরগী আছিল ভাই মুরগীর বেরাম হইল সব মইরা গেলগা।

প্রঃ কবে বেরাম হইছিল ?

উঃ একমাস আগে।

প্রঃ কি হইছিল ?

উঃ খালি ঝুমলো ঝুমলো এমন কইরা কইরা খালি জব কইরা কইরা দিছি।

ঈঃ কইটা মুরগীর এমন হইছিল ?

উঃ ১২ টা কি ১৪ টা মুরগী আছিল আমার। এখন মাত্র ৫টা আছে।

প্রঃ আর কবুতর কয়টা আছে ?

উঃ কবুতর আছিল ১০ জোরা , ১০ জোরা কবুতর অইগুলার বেরাম হইয়া গেলগা , ওইগুলা আমগর ফ্যামিলিতে কেও খাইল না ওইগুলা মাইনসে ধইরা ধইরা লইয়া জব কইরা খাইয়া ফালাইলো।

প্রঃ হাঁস পালেন কি ?

উঃ হাঁস পালি।

প্রঃ হাঁস কয়টা আছে ?

উঃ ঐযে বড় রাজ হাঁস আছে তিনটে আর ছোট হাঁস আছে ৪ টা।

প্রঃ এই হাঁস মুরগী, কবুতর এইগুলার যত্ন নেয় কে ?

উঃ আমি।

প্রঃ খাওয়া দাওয়া বা অন্যান্য কি কি কাজ করতে হয় ?

উঃ আমিই নেই, হাঁস মুরগী দেখাশুনা করতে গেলে খড় পরিষ্কার করি নিয়মিত খানা দেই, যেন কোন ইয়ে না থাকে এইগুলা করি কি করম আর মনে করেন মেডিসিন দেই মাসে মাসে একবার কইরা মেডিসিন খাওয়াই। ৭ দিন পর পর খাওাইবার কয় আট খাওয়াই না, যেগুলা না খাওয়াই ওইগুলা করি।

প্রঃ এইযে ধরেন আমরা শরির সুস্থ রাখার জন্যে অনেক ধরনের ঔষধ খাই ভিটামিন টেবলেট খাই, ভাল ভাল খাবার খাই অনেক কিছু খাই না? তো হাঁস মুরগী যেন ভাল থাকে এদের জন্যে আপনি কি করেন ?

উঃ ভাল খাবার আমার বাড়ির পশ্চিম পাশে সিও আফিস আছে, আমার খালা শ্বশুর অইনে কাজ করে এর থেইকা মেডিসিন আইনা আইনা প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে হাঁস মুরগীওে দেই, ওইগুলা খাইলে হাঁস মুরগী ভালা থাকে।

প্রঃ এছাড়া খাবার যে দেন খাবার গুলা কি বাড়ির খাবার নাকি কিনা খাবার ?

উঃ না বাড়ির খাবারই বেশি দেই।

প্রঃ বাড়ির খাবারের মধ্যে কি কি দেন ?

উঃ ধান ভাঙ্গাই যে ক্ষুদগুলা আছে ওইগুলা খাওয়াই ক্ষুদ না থাকলে চাউল খাওয়াই।অনেক সময় ভাত দেই অনেক সময় কুড়া দেই ধান ভাঙ্গাইলে যে ভুষি হই ওইগুলা দিয়ে মিক্স কইরা খাওয়াই।

প্রঃ এইযে খাবার মধ্যে কোন খাবারটা বেশি দাওয়া হয় , কোন খাবারটা দিলে মনে হই মুরগীর জন্যে ভাল ?

উঃ চাউলই বেশি দেই। চাউলটাই পেটে থাকে বেশি দেইখা চাউলই দেই ভাতটা থাকে না বেশি পেটে।পেটা ভরা থাকলে দুরে দুরে থাকে পেট খালি থাকলেতো বাড়িতে হই হুল্লুর লাগাইয়া দেয় । সরাসরি ঘরে ঢুকে

প্রঃ তা হলে আপনি বেশী প্রাধান্য দেন যে খাবার খাইলে বেশী ক্ষন থাকবে মুরগী কম জ্বালায় এইগুলা ছাড়া আর কোন ধরনের বাড়তি খাবার দেন ?

উঃ না দেই না, যেডা না দেই ওইটা বইলা কোন লাভ নাই।

প্রঃ এইযে খাবার তো ঘরের থিকে দেন কিন্ত‘ ঔষধ গুলো তো কিনে আনতে হয় বললেন যে কোথাই আপনার খালু শ্বশুর এর বাড়ি থিকে কিনেন?

উঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রঃ উনি কি হাঁস মুরগীর মানে গবাধি পশুর ডাক্তার নাকি ?

উঃ হ্যাঁ হ্যাঁ , উনিও ট্রেনিং করায়।

প্রঃ অহ আচছা উনি ডাক্তার , ঐযে ভেটেনারি ডাক্তার বলে ?

উঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

প্রঃ উনি কি সরকারি অফিস এ কাজ করে নাকি ?

উঃ উনি মনে করেন সরকারি অফিস কাজ ,সিও অফিস তো সরকারি তাই নে ওইখানে কাজ করে আবার গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে ।

প্রঃ আপনার কি ওইখান থেকে গিয়ে নিয়া আসতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ ।ওইখান থেকে গিয়ে নিয়া আসতে হয়

প্রঃ কই বাড়ী পরে এখান থেকে ?

উঃ মনে করেন এখান থেকে ঐযে রোডটা গেলো যে আসছে মসজিদ এর পাশে দিয় যে আসছেন ঔ বাড়ির পশ্চিম মোরে একটা চক গেসে চকের পশ্চিম পাসেই বাড়ী।

প্রঃ না মানে বেশী দুর না আর বললেন যে অসুখ বিসুখ যেন না হয় তার জন্যে উনার কাছ থেকে ঔষধ এনে খাওয়ান ?

উঃ হুম আমি খাওয়াই।

প্রঃ আর যখন ধরেন আপনার অনেকগুলা হাঁস মুরগী ছিল আর মধ্যে যখন একটা দুইটা অসুস্থ’ তখন কি করেন ?

উঃ অসুস্থ মনে করেন অসুস্থতার টাইমে যে আমার খালা শ্বশুর কইল যে অসুস্থ ঢুইকা গেলে মেডিসিন খাওয়াইলেও লাভ নাই। আগে খাওয়ান লাগবো অসুখ জীবানু ঢুইকা গেলে পরে আর লাভ নাই।

প্রঃ আগে মানে রেগুলার খাওয়াইতে হবে ? নাকি এরকম যে শীতের সিজন একটু আগে আগে খাওায় রাখলাম যাতে অসুখ না হয় কোনটা ?

উঃ অসুখ না হয় অইটা বলছে প্রতি সপ্তাহে খাওাইতেই হইব । ওই কারনে মনে করেন যে আমি এত গুরুত্ত করে খাওয়াই না।

প্রঃ এইযে খাওয়ান না যে এটার জন্যে কি মনে হইছে কোন ক্ষতি হইছে হাঁস মুরগীর ?

উঃ ক্ষতি তো হইসেই।

প্রঃ মুরগী যে মারা গেছে আপনার কি মনে হয় যে খাওাইলে মারা জাইত না ?

উঃ আমার মনে হয় যে নিয়মিত খাওয়াইলেই মনে হয় ভাল থাকতো।

প্রঃ এমনে মনে করেন ১০টা মুরগীর মধ্যে যদি ৩-৪টা অসুস্থ হয় ওইগুলা কি এক সাতে রাখেন নাকি আলদা রাখেন ?

উঃ না এক সাতেই রাখি । কারন হাঁসের টায় মুরগী থুইনা মুরগীর টায় হাঁস থুইনা । তাইলে ওই সময় আমি কি করুম আমার ছেলে আমাওে ঘরে নিতে দেয় না। মুরগী গুলা ঘরে নিতে দেয় না তাইলে আমি কি করুম এহন ।

প্রঃ কিন্ত অনেক জায়গায় দেখি যে আপনার ইয়ে দিয়ে ট্যাপা দিয়ে রাখত ?

উঃ হুম ট্যাপা দিয়ে আলাদা ধইরা রাখত ওইটাও আমি কতদিন রাখতাম, ইয়ে আছে ধামা টামা আছে পওে চেয়ার টেয়ার আছে এইগুলার মধ্যে কতদিন রাখতাম যেন অসুখ হইসে ওইটা আলাদা আর ভালাগুলা আলাদা যেন না ছড়ায়। এই তারিখ এ যে অসুখ ঢুকছিল আমি রাকবার পারি নাই , অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে গেসে।

প্রঃ এই গত ৬ মাসে মুরগীর অসুখ এর জন্যে কোন ঔষধ দিছেন ?

উঃ না ঔষধ দেই নাই।

প্রঃ এইযে ঔষধ যে খাওয়ান বললেন প্রতিমাসে তাহলে তো গত মাসে খাওাইছেন একবার ?

উঃ না গত মাসে আমি আনবার পারছিলাম না।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা তার মানে গত কয়েক মাসে কোন ঔষধ খাওয়ানো হয় নাই?

উঃ গত কয়েকমাসে ঔষধ খাওয়াই হয় নাই।

প্রঃ ঔষধ এর নামটা জানেন আপনি কি ঔষধ দেয় ?

উঃ না মানে ইয়ের মধ্যে আছে ।

প্রঃ ধরেন অনেক সিজন আছে , এখন হাঁস মুরগী তো একটা সিজনে অসুখ বিসুখ হয়, হইলে দেখা যায় প্রত্যেক বাড়িতে হাঁস মুরগী মরতে থাকে , এরকম যদি হয় দেখতেছেন যে আসে পাশের বাড়ীতে এভাবে হাঁস মুরগী মরতেছে তখন আপনি কি করেন ।

উঃ হাঁস মুরগীর এমন দেখলে পর ঔষধ এর সন্ধানে যাই, হ্যাঁ ঔষধ আইনা খাওয়াই দেই যেন হাঁস মুরগীর যেন অসুখ না হয়। তাড়াতাড়ি কইরা মুরগীর ঘর পরিষ্কার কইরা দেই। মনে করেন নুংরা থাকলেও তো অনেক সময় অসুখ বিসুখ জরিয়ে পরে।

প্রঃ ঔষধ গুলা কি এন্টিবায়োাটিক ঔষধ না কি ঔষধ জানেন ?

উঃ আমি কই ভাই এমনে ট্যাবলেট ও দেয় কত কত মাসে আবার কত কত মাসে বোতলে দেয় ওইগুলা ড্রপ দিয়া দিয়া খাওয়ানো হয়।

প্রঃ এইগুলা কি এন্টিবায়োাটিক ঔষধ ?

উঃ না না এন্টিবায়োাটিক ঔষধ না।

প্রঃ এইযে ধরেন এক এক সিজনে এ আমরা এক এক ফসল করি তো হাঁস মুরগী পালার ক্ষেত্রে , গ্রীষ্ম কাল, বর্ষা কাল, শীত কাল এর মধে কি কোন পার্থক্য আছে নাকি একি ভাবে পালেন ?

উঃ একি ভাবি পালি।

প্রঃ মানে কোন পার্থক্য নাই ?

উঃ না।

প্রঃ আচ্ছা অসুখ বিসুখটা কোন সিজনে বেশি হয় ?

উঃ কোন সিজনে বেশি হয় তাই না ...। এটা মনে করেন শীতের সিজনে বেশি হয়, বছর জারের দিন এ বেশি হইল।

প্রঃ আচ্ছা এমনে মনে করেন জারের দিনে কি ধরনের অসুখ হয়, মুরগীর কি করে ?

উঃ মুরগী মনে করেন যে , গত মাসে তার আগের মাসে যে মরল মনে করেন যে খালি পাইখানা করত পাতলা সাদা, কত কত সময় শেওলা শেওলার মত পাইখানা করত।

প্রঃ পাতলা পায়খানা হইত এছাড়া আর কিছু ?

উঃ আর কিছু না।

প্রঃ এরকম মারা গেছে কোন মুরগী নাকি তার আগেই জবাই হয়ে গেছে ?

উঃ আমার কোন মুরগী মারা যায় নাই, অসুস্থ দেখেই জব কইরা ফেলছি।আমার জার মনে করেন ৮/১০ হাস ছিল একদম মইরা শেষ আমার একটাও হাস মরে নাই ।

প্রশ্ন: খালি সময়মত জবাই দিতে পারে নাই ?

উ: জানেই না খালি খোয়ার গোছাইছে আর মইরা রইছে । কেউ বিষ খাওয়াইছে ,এইরকম খালি বেকটি মইরা রইছে আমারতো একটাও মরে নাই এইযে একি পুকুরে রইছে ওর হাসগুলা সব মইরা রইছে ওর মুরগী সব মইরা গেছে ওর বিশটা মুরগী ছিল একটাও মুরগী নাই তারমধ্যে থাইকা আমার ৫টা রইয়াই গেছে

প্রঃ এইযে বললেন যে খুয়ার পরিষ্কার করেন এছাড়া আর হাস-মুরগী থেকে কি কি ময়লা হয় যেগুলা ফেলতে হয় বা পরিষ্কার করতে হয় ?

উঃ মনে করেন যে পাখ গুলা খুওারের মধ্যে পইরা থাকে বা পাইখানা করে এইগুলা ছাড়া তো আর অন্য কিছু নাই।

প্রঃ আর উঠানে পায়খানা করেনা ?

উঃ হ উঠানে পাইখানা করে ।

প্রঃ ওই খুয়ারটা পরিষ্কার করেন কতদিন পর পর ?

উঃ এক মাসে আমি দুইবার করি। বেশি পাইখানা হইবারই দেই না ।

প্রঃ ওইটা পরিষ্কার করেন কিভাবে ? খুয়ারের মধ্যে তো হাত যায়না পুরাটায় ?

উঃ হুম হাত যায়না এমনে মনে করেন যে শাবল আছে, তারপর ছোট হারপার বানাই নিছি, ওইটা দিয়ে শাবল দিয়ে খুছিয়ে তুলি বাইরে নাকের মধে ইয়ে দিয়ে নিয়া পরে।

প্রঃ নাকের মধ্যে কি দেন ?

উঃ এইযে মুখোশ আছে ওইগুলা।

প্রঃ মুখোশ নাকি এমনে কাপর দেন ? কিনে নিয়ে আসছেন

উঃ না না ছেলে যে মটর সাইকেল চালাই ঐযে মুখোশ কিনলে আমি আবার দুইটা রাইখা দেই, দুই তিনটা বাড়িতে এমনে ময়লার কাজ করি এমনে আমার একটু শরিরে নাকের মধ্যে ময়লার কাজ করলে কেমন ঠেকে। তো তারপর নাকের মধ্যে একটা দিয়ে আগে শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে হারপাটা দিয়ে টাইনা পওে ছোট ঝারু আছে পরে সামনে একটা বোলের মত রাখি ওইটাতে ফালি।

প্রঃ ঐযে বোলের মধ্যে তুলেন ওইটা কোথায় ফেলেন ?

উঃ জমির মধ্যে গাইরা রাখি।

প্রঃ জমিতে নাকি পাশে যে ডোবা আছে ওইটা তে ফেলেন ?

উঃ না না বাড়ির সামনে যে জমি আছে জমির মধ্যে গর্ত করি তারপর মাটির নিচে রাইখা দেই।

প্রঃ অনেকে তো এটা সার হিসেবে ব্যবহার করে , সার হিসেবে ব্যবহার না করে গর্তে ফেলেন কেন ?

উঃ জমির মধে রাইখা দিলে ওইটা সার হিসেবেই রাইখা দিলাম।

প্রঃ তাহলে গর্ত করে কেন ছিটিয়ে দিলেই তো হইত ?

উঃ ছিটিয়ে দিলেও তো হইত ভাই আবার মনে করেন যে সবজী চাষ যে করি পরে আবার কইব য হাঁস মুরগীর পাইখানা দিয়া সবজী চাষ করে এইগুলা খাওয়া যাইব না,

প্রঃ ঘিন্না বোধটা জানি না হয় ?

উ: ঘিন্না বোধটা জানি না হয় তার জন্য আমি একটু গর্ত খুড়ি অনেই তো সারডা হই যাইব

প্রশ্ন: ওই গর্তটা খুড়ে কে ?

উঃ আমিই খুড়ি।

প্রঃ এইযে পরিষ্কারটা করতেছেন সবাই তো ছিটায় দেয় আপনি গর্ত করতেছেন এটা করার কারনটা কি , মানে এটা তো একটা পরিশ্রমের কাজ ?

উঃ এটা ভাই পরিশ্রমের কাজ আমিও ভাই জমিতে ফেইলে দেইলে ওইটা কিন্তু কনটার মিক্সার দিয়া যায়, গোবরও

কিন্তু আছে কেও কিন্তু বুঝতে পারবে না এই বাড়ির কয়েকজন আছে একটু উলটা পাল্টা কোথা বলে , ভাল মানুষের কথা কেও নেয় না খারাপ মানুষের কথা অনেকেই নেয় ,গুরুত্তও দেয় গুরুত্ত সহকারে কথাডা নেয় কিন্তু বাল মানুষের কথা কেউ শুনতেও পারেনা আজকে আমি ওইটা টাল করি ভাই।

প্রঃ টাল করেন মানে ?

উঃ টাল মানে তরকারি আবাদ করি, আবাদ করি দেইকা ওই বাড়ি থিক্কা কেও বাজারে নিতে দেয় না।

প্রঃ মানে বাড়িতে থেকে সবাই কিনে মানে আসেপাশে থেকে লোকজন সবাই নিবে ?

উঃ হ্যাঁ আশেপাসে থিকা সবাই কিনবো, আসেপাশে বাড়িতে যারা আছে তারা আমাওে বাজারে নিবার লাইগা দেয় না কয় আমরা বাড়ি থিক্কা নিয়া খামু। অইডা আমি ছিটাই না কেরে কইব কি যে ওরা মুরগীর পাইখানা দিয়া হাঁসের পাইখানা দিয়া ডাটা গজাইসে সবজি চাষ করতেছে ওইগুলা খাওয়া যাইব না।

প্রঃ মানে খারাপ কথা যেন কেও না বলে?

উঃ হ্যাঁ কেও জানি খারাপ কথা না বলে তার জন্যে আমি গর্ত কইরা নিচে রাখি ওইটা তো আমার জমিতেই মাটির সাতে মিশে।

প্রঃ কিন্তু ডোবাই ও তো ফেলতে পারতেন ?

উঃ ডোবায় ফেলতে পারতাম হয়ত পুকুরের সাইটে ফেলতে পারতাম ওইটা সারের জন্যে আমি ভাই আমার জমিতে করি।

প্রঃ এইযে গর্ত করে খুড়া এটা তো একটা পরিশ্রমের কাজ এই পরিশ্রমের যে করতেছেন আপনার কষ্ট লাগতেছে না ?

উঃ ভাই কৃষি কাজ আমাগর কস্টই করতে হইব, কষ্ট না করেল আমরা কোন কিছু করবার পারুম না বুঝছেন।

প্রঃ এইযে মুরগী যখন জবাই দেন ওইটার রক্তগুলা কোথায় পরে ?

উঃ রক্ত গুলা মনে করেন টিউবলের যে ইয়ে আছে , হাউসের মধ্যে জবাই করি, জবাই করলে মনে করেন যে পিছনে আবার ইয়ে আছে ডোবা আছে ডোবার মধ্যে যায়।

প্রঃ ডোবার মধ্যে দেন আর মুরগীর চামরা কি খান আপনারা ?

উঃ মুরগীর চামরা খাই।

প্রঃ আচ্ছা উপরে যে ফইরা থাকে তার পরে যে ময়গুলা যে থাকে নাড়ি-ভুঁড়ি ওইগুলা কোথায় ফেলেন ?

উঃ ওইগুলা ডোবাতে ফালাই।

প্রঃ আর ঘিলা কলিজা ওইগুলা খান তো ?

উঃ ওইগুলা খাই ভাই। যেটা খাই ওইটা তো মিথ্যা কথা বইলা লাভ নাই।

প্রঃ এমনে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কষ্টের কাজ কোনগুলা ?

উঃ কষ্টের কাজ মনে করেন এইযে পাইখানা পরিষ্কার করি খোপের মধ্যে অইগুলাই তহ পরিষ্কার করা তারপর মনে করেন অইগুলাই তো কষ্টের কাজ । খুছাইয়া তুলতে হয় ফেলতে হয় , পওে হাঁস মুরগীরে খাইতে দিতে হয় ওইগুলা, পরিশ্রম ছাড়া তো লাভবান হউয়া যায়না ভাই।

প্রঃ এইযে ময়লা পরিষ্কার করা পরে জমিতে গর্ত করে ফালাইয়া রাখেন জমিতে দেন এটা কি সব সিজনে একি রকম , নাকি শীত কালে এক রকম গ্রীষ্ম কালে এক রকম। যেমন বর্ষা কালে তো পানিই ওইঠা যায় চারপাশে ?

উঃ হ্যাঁ বর্ষা কালে পানি ওইঠা যাইতেছে।

প্রঃ তখন ফেলেন কিভাবে ? তখন তো গর্ত কইরা ফেলা যায়না?

উঃ তখন পানিতে ফেলি দেই, তখন তো আমি সবজি চাষ করি না তখন তো কেও আমারে বলবেও না তুমি পানিতে ফেললা কেন ।

প্রঃ এইযে আপনি বললেন যে নাকে মুখশ লাগায় নেন, ওইটা তো হচ্ছে যে আপনার ক্ষতি না হয় বা শ্বাস কষ্ট না হয় বা হাচি কাশি না হয় এমন অনেক কিছু জন্যে, আচ্ছা এইটা হচ্ছে একটা সাবধানতা অবলম্বন করলেন ।এছাড়া আর কি কি সাবধানতা পালন করেন ? নিজে যাতে ভাল থাকেন আর কি করেন সেটার জন্য ।

উঃ এর জন্যে কি কবুম ভাই কি আর করমু , মনে করেন ওইগুলা পরিষ্কার করলাম পরে সাবান দিয়া হাত মুখ ধুইলাম,ফ্রেশ হইলাম তারপর এমনে আর আমরা কোন কিছু করি না ।

প্রঃ মনে করেন মুগির খোপ পরিষ্কার করার পরে আপনি উঠান ঝারু দিবেন বা ঘর মুছবেন তখন কি সাবান দিয়ে হাত ধুয়া হয় ?

উঃ অতটা করি না ভাই, সব সময় আমাগো করতে হয় ঘর ঝারু দিলে যে আমরা সাবান দিয় হাত মুখ ধুই তাতো না ।

প্রঃ মানে মুরগীর পায়খানা পরিষ্কার করলে ধরেন আপনি ঘর পরিষ্কার করবেন তখন কি আপনি সাবান দিয়ে হাত ধোন ?

উঃ আমি ভাই গোসলের আগে মনে করেন যে খুয়ারটা পরিষ্কার করলাম ঘরেনা আসলাম আর

প্রশ্ন: তারমানে খোয়ার পরিস্কার কওে তারপর একবাওে গোসল করেন

উ: মানে খুয়ার পরিষ্কার করি গোসলটার আগে দিয়ে জানি একবাওে গোসলটা কইরা ঘরে ঢুকতে পারি।

প্রঃ অধিকাংশ সময় যে নুংরা কাজ গুলা ওইগুলা গোসলের আগে করেন ?

উঃ গোসলের আগে করতে হয়। মনে করেন ভাই এখন আমার কাজ শেষের দিকে আমিযে পাক করবার যামু তখন তো আমার মুরগীর খোয়ারডা পরিস্কার করনডা সম্ভব না ওই যে আমি পাকে যাইতেছি

প্রঃ মানে পাক শাক করার আগেই মুরগীর খোয়ার পরিস্কার করেন না ?

উ: করিনা কিয়ের লাগি করিনা হয়তো ময়লাটা পরিস্কার হয়ত আমার মাথার মধ্যে আবার ওইডা যাইবার পাওে শরীর মধ্যেও জামা কাপড়রের মধ্যে আসবার পাওে পারতো না তাইলে আমি পাক কইরা সাইরা মনে করেন আমার গোসলের টাইম হইয়া গেছে।

প্রশ্ন: রান্নার কাজ শেষ করে একবারে পরিস্কার করেন?

উ: হ হ

প্রশ্ন:জবাই করার সময় তো খালি হাতেই জবাই করেন ?

উঃ হ্যাঁ খালি হাতেই জবাই করি, তারপর অইডা বানাইয় টানাইয়া তারপর ওইডা ধুইয়া থুইয়া তারপর সাবান দিয়া হাত ধুই।

প্রঃ মানে মুরগী কাটার পরের হাত সাবান দিয়া হাত ধোন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ এইযে হাত ধুয়া সাবান দিয় হাত ধোয়া হ্যাঁ আমরা যেরকম জানি যে ভাত খাওয়ার আগে সাবান দিয়া হাত ধুইয়া খাওয়া ভাল কিন্তু আমরা অনেক সময় আসলে খাইনা।

উঃ ওই জবাই দেওয়ার সময় সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হয়।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা তো ধরেন অনেক সময় আমরা জানি যে সাবান দিয়া হাত ধুওয়া উচিত কিন্তু আসলে ধুয়া হয়না,এই ধুয়া হয় না এগুলার কারন গুলা কি ?

উঃ কারন গুলা থিকায় তো এই জীবাণুগুলার সৃষ্টি হয় ।

প্রঃ মানে কি কি কারন এ সাধারণত ধোয়া হয়না ? ধরেন আমার হাতে আমি দেকলাম ময়লা নাই আমি পানি দিয়া হাত ধুইয়া ভাত খাইলাম এটা হতে পারে আমার আলশামি লাগছে মনে হয় থাক হাত তো পরিষ্কার গুরুত্ত দেইনি তো এরকম যখন হাঁস মুরগী পালনের ক্ষেত্রে কাটাকাটি জবাই এর ক্ষেত্রে কখনো যদি হাত ধুয়া মিস যায় সেটা কি কারনে সাধারণত বাদ যায় ?

উঃ বাদ যায় মনে করেন এইযে আমি কাটাকাটি করলাম ওইডা জন্য আমার হাতে ই থাকতে পারে অলসতার কারনেই।

প্রঃ মানে অলসতার কারনে নাকি সময়ের স্বল্পতার কারনে ?

উঃ অলসতার কারনেই, মনে করেন অলসতার কারনে গেলো আবার সময়ের কারনে মানেহ তারাহুরার কারনেও গেলো। আমরা তো ভাই কৃষক মানুষ একটা কাজ দেখা গেলো এইডা আমার একটু সময়ের দরকার আছে মনে করেন করলাম না এইরকম।

প্রঃ এইযে পরিষ্কার যে করেন হারপার ব্যবহার করেন আর শাবল ব্যবহার করেন আর ওইগুলা দিয়ে বুল বা ঝুরির মধ্যে ফালায় দেন ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ আচ্ছা এছাড়া কি আর কোন কিছু ব্যবহার করেন যেমন হুইল এর গুরা টুরা বা সাবান, চুন এরকম কোন কিছু ?

উঃ মানে কোনটার মধ্যে ভাই!! ??

প্রঃ মানে খুয়ারের এর মধ্যে কি কিছু দেন বা ?

উঃ না না কোন কিছু দেই না , ছাই দেই শুধু। পরিষ্কার করার পর শুধু ছাই ছিটাই দেই কোন সাবান এর গুরা বা মেডিসিন দেই না ।

ওইগুলা দেয়া হয় না।

প্রঃ এইযে পরিষ্কার করেন অনেক বাসায় তো দেখি মাসে একবার করে আবার অনেকে ২ মাসে একবার করে আর আপনি এক মাসে দুইবার করেন এটার নিশ্চয়ই কোন কারন আছে কারন টা কি ?

উঃ এক মাসে আমি দুইবার করি ক্যা , কারন একটু হালকা পাতলা থাকলে আমার সুবিদা হয়। মনে করেন পরিষ্কার করা সোজা হয়। মনে করেন এইযে খুয়ার তার মধ্যে এহন যদি বাইর করি নিম্নে ১০টা বুল বাইর হইব।হালকা থাকলে করা ডা ভাল বেশীডা করা ভাল না

প্রঃ তার মানে বেশি জমার আগে আপনি করে ফেলেন যেন আপনার কষ্টটা না হয়?

উঃ হ্যাঁ কষ্টটা কম কম হয়।

প্রঃ এইযে হাঁস মুরগীর রে যে ঔষধ খাওয়ানোর কথা এটা কি আপনার খালা শ্বশুর এর কাছে শুনছেন ?

উঃ উনি আগে টেরনিং দিয়া আইত মনে করেন ভ্যাকসিন করত, উনি আবার ইনজেকশন দিত আইয়া আইয়া ।

প্রঃ হাঁস মুরগী কে ? আপনি দিছেন কখনো ?

উঃ হ্যাঁ হ্যাঁ দিছে উনারা, উনারা আইয়া দিছে এহন মনে করেন তারা একটু ফরেজগার হইয়া গেছে এখন খালা শাশুড়িটা তালিম টালিম কওে নামাজ টামাজ পরে দেইখা বেশি পর্দার কারন বাইরায় না। এমনে আগে ইয়ের মধ্যে ফ্লাস্কে কইরা পানি আনাতো আগে কইত কাল কে মুরগী ধইরা রাইখ কাইলকা সকালে ইনজেকশন দিমু ।

প্রঃ উনি টাকা পয়সা নিতনা এর জন্যে ?

উঃ টাকা নিত ।

প্রঃ কত করে নিত ?

উঃ ১ টাকা করে নিত আবার ২ টাকা কইরা নিত তহন আর ইয়ে বারতেছে না আগের মত উনি নাই। এহন আবার হে অইডা বাদ দিয়া দিছে।

প্রঃ যত তথ্য পান বা কি করতে হবে না করতে হবে সব ওই খালু শ্বশুরের থেকে ?

উঃ হ্যাঁ করছি এহন তো ওইটা বন্ধের মধ্যে একদম, এহন যদি নিজে বুঝি আমার মুরগী বা হাঁসের মেডিসিনটা খাওয়াইতে হইব উনার কাছে যাই আমরা নিজের মনে কইরা।

প্রঃ এছাড়া আর কোন যায়গা থেকে তথ্য পান ?

উঃ না না । আর কোন যায়গা থেকে না ।

প্রঃ এইযে হাঁস মুরগী ভাল ভাবে পালার ক্ষেত্রে যেন ঠিক মত লাভ বান হন আর জন্যে কোন কাজগুলা বেশি গুরুত্তপুর্ন মনে করেন ?

উঃ কোন কাজগুলা বেশি করতে হইব মেডিসিন খায়াইতে হইব নিয়ম কানুন মাইনা চলতে হইব সেবা যত্ন ভালো কইরা করতে হইব এগুলা তো জানার দরকার আমাগর খালি পালি কোন রকম খাওয়া চললেই হয় ইয়ে করলেই হয় তাও এটা মনে করেন কম কথা না এই বৎসর ৫০-৬০ হাজার টাকার মত গাভীর দুধ বেইচা আর হাঁস মুরগীর ডিম বেইচা এই বৎসর আমার ইয়ে হইছিল মানে আমি অইএটা জমাইতে পারছি এটা আমি নিজে কষ্ট কইরা ফসল পাইছি। কিন্তু আমি যদি আরও গরুত্তপুর্ন ভাবে ওইগুলা কইরা যেমন আপনারা যে শিক্ষায় দিতে আয়ছেন ওইটা তো আমরা এতটা বুঝি না জানি না অইভাবে যদি আমরা হাঁস মুরগী পালতে পারি বা গরু ছাগল পালতে পারি এইটা কিন্তু আরও লাভবান বেশি হইতে পারুম । মনে করেন আমরা কোন টেরনিং এ জাইনা ভাই নিজে থেকে আমরা এইডা করি।

প্রঃ আপনি কি হাঁস মুরগীর ডিম বেচেন নাকি হাঁস মুরগী বেচেন ?

উঃ এহন ভাই ডিম বেচতাম পারি না , ডিম এহন এই বাড়ির লোক জনেই খায়।

প্রঃ তাহলে ব্রিক্রি করেন কি তাহলে ?

উঃ আমি মনে করেন হয়ত কইডা মুরগী হইল , ছাউ তুললে ওইডা একটু বড় হইলে কয়ডা খাইলাম কয়ডা ব্রিক্রি করালাম।

প্রঃ আচ্ছ ওইখান তেকেই আয়টা আসে ধরেন আমার অশুখ বিসুখ হইলে ঔষধ খাই বিভিন্ন রকম বা হাঁস মুরগীর অসুখ হইলে আমরা ঔষধ দেই তো এন্টিবায়োটিক এর নাম শুনছেন কখনো ?

উঃ হ্যাঁ এন্টিবায়োটিক শব্দটা শুনছি , এই আমার নাতি এন্টিবায়োটিক খাওয়াইত । এন্টিবায়োটিক কিন্তু ভাল।

প্রঃ আচ্ছা এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আপনি জানেন তাহলে ?

উঃ এন্টিবায়োটিক কিন্তু যেকোনো মেডিসিনের চেয়ে ধরে বেশি, তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

প্রঃ ওইটা হইল উপকারি জিনিস ?

উঃ হ্যাঁ ওইটা হইল উপকারি জিনিস ।

প্রঃ কিন্তু এর কি কোন খারাপ দিক আছে এন্টিবায়োটিক এর ?

উঃ আমি তহ খারাপ শুনিও নাই জানিও না, আমি জানি ভাল।

প্রঃ আচ্ছা পরিবারের কে কে সাধারণত এন্টিবায়োটিক খাইছে ? যেমন নাতি কে খাওাইছেন বলছেন এরকম আপনি , আপনার ছেলে,ছেলের বউ বা স্বামি আর কেউ কি খাইছে এন্টিবায়োটিক কখনো ?

উঃ এন্টিবায়োটিক তো খাওনই লাগে মাঝে মাঝে।

প্রঃ আপনি খাইছেন কোন সময় ?

উঃ হ্যাঁ আমিও খাইছি।

প্রঃ তো এন্টিবায়োটিক টা দিছে কে আপনাকে ?

উঃ এন্টিবায়োটিক টা মনে করেন আমি কুমুদিনি থেকে যে হসপিটাল থেকে ডাক্তার দিছে ।

প্রঃ নাকি ফার্মেসি থেকে , মানে টুক টাক অসুখ হইলে আপনারা কই যান ডাক্তার এর কাছে যান নাকি ফার্মেসিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন ?

উঃ মনে করেন যে ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া যে হুশ কইরা গিয়া আমার একটা অসুস্থতার কারন নিয়া যে ফার্মেসি থিক্কা ঔষধ নিয়া আসমু অইডা করি না।

প্রঃ ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে খান ?

উঃ ডাক্তারের কাছে পরামর্ষ নিমু পরামর্ষ নিয়া পরে হুনুম যে আমার এই সমস্যা ।

প্রঃ এইযে হাঁস মুরগী কে কি কখনো এন্টিবায়োটিক খাওয়াাইছেন ?

উঃ না না ভাই ওইডা খাওয়াই নাই

প্রঃ তার মানে যে ঔষধটা দিছে ওইটা খাওয়ান কিন্তু ওইটা এন্টিবায়োটিক কিনা আপনি জানেন না ।

উঃ না না এন্টিবায়োটিক না ।

প্রঃ এমনি এন্টিবায়োটিক এর কি কোন খারাপ দিক আছে জানেন না ?

উঃ আমি জানি না ।এহন আপনারাই ভাল জানেন আমাগোর চেয়ে।

প্রঃ এইযে হাঁস মুরগী এত বছর জাবত পালতেছেন কখনো কোন অসুখ বিসুখ হইছে সেটার কারন কি আপনার মনে হইসে এটা হাঁস মুরগী পালার কারন এ হইতে পাওে ?

উঃ হাঁস মুরগী পালার কারনে হইতে পারে এমন অনেকেই মনে হয়, হয়ত আমি হাঁস মুরগীর পাইখানা বা গরুও গোবর পরিষ্কার করি এটার কারনে কি আমার কোন জীবাণু আসতে পারে এটা আমি নিশ্চিত হই।

প্রঃ আর অসুখ তা কেন হইছে আপনি জানেন না ?

উঃ না আমি জানি না।

প্র: কিন্তু কখনো মনে হইছে এটা হাঁস মুরগী থেকে হইতে পারে ?

উঃ হইতে পারে কখনো কখনো মনে হয়।

প্রঃ কোন অসুখের ক্ষেত্রে মনে হয় ?

উঃ কোন অসুখের ক্ষেত্রে মনে হইছে মনে করেন যে এক সময় ময়লা পরিষ্কার করলাম হুট কইরা আমি অসুস্থ হইলাম।

প্রঃ কি অসুখ ?

উঃ আমার অসুখ কি মনে করেন আগে ছিল খালি আলছার গ্যাস্টিক হইছে, গেস্টিক আলছার ছিল তহন আবার আমি খাইতে পারি নাই, পাঁচ শাত বৎসর আগে থিকা খাইতে পারি না আমার খালি বমি আইছে, পেট বেথ্যা করছে , ইনজেকশন নেই। ডাক্তার কইসে নিয়মিত খান নাই অনিয়মের কারনে আপনার গাস্টিক হইছে। গ্যাস্টিক থিকা আপনার এই পরিস্থিতি , হসপিটাল এ চিকিৎসা করলাম ভাল হইলাম না তারপর ঢাকা পপুলার নিয়া গেলো। পরে এন্ডসকপি করাইল বিভিন্ন টেস্ট করাইল তারপর আমার মেডিসিন দিল ওইগুলা খাওয়ার পরে আমি ভাল হইলাম। ওই সময় আমার মনে হইছে যে ওইগুলা পরিষ্কার করার কারনেই কি আমার এমন হইল খাওয়া দাওয়া অনিয়মের কারন এ এমন হইল।

ঠিক আছে আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভাল লাগলো অনেক কিছু জানলাম ।